ঘাট পাতিলা পাড়ুই পাড়া

ঘাটপাতিলা পাড়ার মোট পরিবার - ১৭৪ টি
শৌচাগার বিহীন পরিবারের সংখ্যা - ৯২ টি
জানুয়ারি মাসে ২০১৫ তে তৈরি হয় - ৫ টি
ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মার্চ পর্যন্ত - ৮৭ টি

১) পাড়ুই পাড়ার মানুষ অত্যান্ত ঘিঞ্জি জায়গায় বসবাস করতো, যেখানে প্রায় কোনো বাড়িতেই টয়লেট ছিলনা ,ব্লক প্রশাসন B.D.O Madam এর নেতৃত্বে পাড়ুই পাড়ার বাড়িতে Door,to Door visit করেন।

২) ব্লক আধিকারীক ও পঞ্চায়েত সমিতিকে নিয়ে B.D.O Madam সভা করেন।

৩) IEC Programme ,Magician Drama হয়।

৪. (i) কানাই বিশ্বাস ৪৫ বৎসর বয়সী ঘাটপাতিলার একজন বাসিন্দা ।স্ত্রী দিন মজুরী করেন,দুটি মেয়ে নিয়ে কানাই এর সংসার খুব কষ্ঠে চলে শৌচাগার তৈরীর উপভোক্তার টাকা কানাই এর পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বি ডি ও ম্যাডাম বোঝানোর পরে, কানাই টয়লেট তৈরীতে শ্রম দেন, শ্রমের বিনিময়ে কানাই বিশ্বাস এর বাড়ীতে টয়লেট তৈরী হয়েছে।

ii) জুয়ার নেশা সর্বনাশা - বালা মাঝি দিন মজুরের কাজ করেন রোজগার যা হয় পরদিন জুয়া খেলে মদ খেয়ে টাকা খরচ করে। একদিন জুয়া খেলার সময় ব্লক প্রশাসন থেকে সেখানে হাজির হয় এবং তার কাছ থেকে বুঝিয়ে ৯০০ টাকা সংগ্রহ করে। বালা মাঝির পরিবারে টয়লেট তৈরী হয়েছে।

iii) কালীদাসি সাঁতরা এক জন বৃদ্ধা সন্তানহীনা বিধবা মহিলা, ঘাস কেটে বিক্রি করে অন্যের দয়ায় কোনো রকমে সংসার চলে ৯০০টাকা তার কাছে ৯ লক্ষ টাকার সমান বি ডি ও ম্যডামের আর্থিক সহায়তায় তার বাড়ীতে একটা টয়লেট বসে।

,

*ঘাটপাতিলা গ্রামের পাড়ুই সম্প্রদায় আজ সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের পথে *

বাগদা উন্নয়ন ব্লকের কনিয়াড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটপাতিলা সংসদের অর্ন্তগত পাড়ুই সম্প্রদায় ভুক্ত দুই শত পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠা একটি ছোট গ্রাম পাড়ুই পাড়া। পাড়ুই পাড়া গ্রামের ২০০ পরিবারই ছিল শৌচালয়হীন। শৌচালয়ের জন্য পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেই ব্যবহার করত নিকটবর্তী জলাধারের পাশে জঙ্গল বা খোলা মাঠ এবং জলশৌচ করত জলাধার। আবার এই জলধারের জলেই তারা স্নান, বাসন মাজা, রান্না করা ইত্যাদি করত। ফলে তারা নানা ধরনের অসুখের শিকার হত। অথচ দীর্ঘদিন ধরে চলা এই কু-অভ্যাসই হয়ে উঠেছিল তাদের মজ্জাগত।

আজ এই পরিবারগুলোকে নিজেদের শৌচালয় তৈরি করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে বাগদা ব্লক প্রশাসন সফল হয়েছে। কিন্তু একযোগে একটি জনপদের অভ্যাসের পরিবর্তন আনার কাজটি মোটেই সহজ ছিল না এবং এই কঠিন কাজটিই প্রশাসন করতে পেরেছে ।

প্রতিবন্ধকতা ছিল অনেক। সচেতনতার অভাব বা অজ্ঞতা, দারিদ্রতা, অত্যন্ত ঘিঞ্জি বাসস্থান হওয়ায় পরিমিত জমির অভাব, ফলে এক চিলতে জমির শৌচালয় নির্মানের কাজে ত্যাগ করতে অনীহা এবং পরিশেষে বলা যায় এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মিলিত রূপ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে পুরুষানুক্রমে চলা এই কু-অভ্যাসকে অদৃষ্টের পরিহাস হিসাবে ধরে নিয়ে যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাকে মেনে নেওয়া।

পাড়ুই পাড়াকে সচেতন করে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়। যেমন প্রতিটি বাড়ী বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বারংবার প্রচার এবং এই প্রচারের কাজে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং ব্লক প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিকরা একযোগে অংশগ্রহন করেছিলেন। সচেনতা বৃদ্ধির জন্য ম্যাজিক শো, মুকাভিনয় ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে জনগণ অজ্ঞতা জনীত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল এবং নিজের বাড়ীতে শৌচালয় নির্মান করতে আগ্রহী হয়ে উঠল।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রথমে MGNREGA এবং NBA প্রকল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে এবং পরবর্তীকালে 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় নির্মান করা সম্ভব হয়েছে।

আজ, সুনিতা বাগ বা পিন্টু হালদারকে জঙ্গলে বা খোলা মাঠে মল ত্যাগ করতে যেতে হয় না বা পেটের সমস্যা হলে সারারাত জঙ্গলে বসে থাকতে হয় না । আজ পাড়ুই পাড়ার ছোট শিশুদের ঘন ঘন অসুস্থতার কারনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়না।

পরিশেষে বলা যায়, পাড়ুই পাড়া আজ সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের পথে।

আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েত আমডোব
গ্রামের শবর পাড়া বিবরণ

১	২	৩	৪
পরিবারের সংখ্যা সংসদ ৪ ও ৫ মোট ৯৫টি শিকার করে ৬৫টি পরিবার। ২০টি পরিবার দিন মজুর। ৭টি পরিবার চাষ করে। ৩টি পরিবার ভিক্ষা করে।	গ্রামে মোট বাচ্চা ২০৬টি স্কুল পড়ুয়া ৩৫টি।	আগে শৌচাগার ছিল ৪টি। এখন শৌচাগার আছে ৯৫ টি পরিবারের। পাকা ঘর ছিল ৩টি আই-ও-ওয়াই ১১টি পরিবারের	জলের ব্যবস্থা আছে ২০টি পরিবারের। জলের ব্যবস্থা নেই ৭৫টি পরিবারের

কী ভাবে শৌচাগার গুলি তৈরি হল;

,পঞ্চায়েত সমিতি ও বি ডি ও ম্যাডাম ও তার আধিকারীকদের নিয়ে পরপর তিনবার শবর পাড়ায় ক্যাম্প করেন। তারপর স্যানিটারি মাট ও স্বচ্ছতাদুত বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে উপভোক্তাদের টাকা সংগ্রহ করেন । তারপর সভাধিপতী জেলা শাসক অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ণ স্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ্য উত্তর ২৪ পরগণা জেলাপরিসদ উপভক্তাদের টাকা সংগ্রহ করেন। আজ শবর পাড়ার মানুষ খুব আনন্দীত।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি
আষাঢু- আমডোব শবর পাড়া

মিশন নির্মল বাংলা
বাগদা পঞ্চয়েত সমিতি
বাগদা-উত্তর ২৪ পরগণা

১) ৬৫ বৎসর বয়সী স্বামী হ্বারা যশোদা শবর মাঠে গিয়ে মেঠো ইঁদুর, কুচে মাছ শিকার করে। বহু কষ্ঠে লক্ষীর ঝাঁপিতে ৬ মাস ধরে টাকা জমিয়ে বাগদা প্রান্তিক স্যানিটারী মাঠের হাতে ৯০০ টাকা তুলে দেন যাতে রুগ্ন মেয়েটা খোলা জায়গায় পায়খানায় না যেতে হয় । আজ যশোদা শবরের বাড়ীতে একটি পায়খানায় তৈরী হয়েছে।

২) ৪২ বৎসর বয়সী বহ্নি শবর ১৮ বৎসর বয়সী মেয়েকে নিয়ে স্বামীর ভয়ে আজ ঘর ছাড়া, স্বামী মদ খাওয়ার জন্যে বহ্নির কাছে ঐ ৯০০ টাকা চায় বহ্নি দেয় না তাই স্বামীর ভয়ে বহ্নি আজ ঘর ছাড়া। বহ্নি শবর মেয়ের আব্রু রক্ষার জন্য ধার করে ৯০০ টাকা স্বচ্ছতাদূত মায়াদির হাতে তুলে দেয়। বহ্নি ভয়কে উপেক্ষা করে বাড়ীতে টয়লেট নিয়েছে।

৩) নেশাগ্রস্থ স্বামী পায়খানার চাল দরজা বেচে দিলেন ২৮ বৎসর বয়সী ভারতী শবর এগারো বৎসর বয়সী মেয়েকে নিয়ে আর খোলা জায়গায় পায়খানায় যেতে পারছিলনা ৯০০ টাকা জোগার করে একটা পায়খানা নিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামী চাল দরজা বেঁচে মদ খেয়ে নেয়। ভারতী শবর আবার টাকা ধার করে চাল দরজা ফেরৎ নেয়।

৪) স্বামীর ভয়ে লতা শবর মায়ের বাড়ীতে টাকা জমাতে শুরু করলেন। মদ্যপ স্বামী গুরুপদ মারধর করাতে মায়ের কাছ থেকে টাকা এনে স্বামীকে দিতে হয়।স্বামী সেই টাকাই মদ খেয়ে নেয়। মায়াদির পরামর্শে পুনরায় টাকা জমিয়ে লতা শবর আজ টয়লেট তৈরীর টাকা দিলেন।

৫) অল্প বয়সী নীলিমা দত্ত, লজ্জা তার ভূষণ। যে পায়খানার জন্য ৯০০ টাকা স্বচ্ছতাদূতের হাতে তুলে দিয়েছিল, মদ্যপ স্বামী রাতে এই খবর শুনে নিলীমার গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় । নীলিমা আজ অগ্নিদগ্ধ । অগ্নিদগ্ধ নীলিমা জীবনে বেঁচে গেছে কিন্তু হাত দুটি নষ্ট হয়ে গেছে । নীলিমার স্বামী এখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে । নীলিমা এখন সংসার করছে । দুটো হাত হরিয়ে আজ নীলিমা পায়খানা ঘর পেয়েছে ।

৬) ঠাকুর দাস বিশ্বাস ঘাটপাতিলা পাড়ুই পাড়ার একজন বসিন্দা, ঠাকুর দাসের এক ছেলে রাজ মিস্ত্রির কাজ নিয়ে বিদেশে গেছে। এক দিন রাতে ঠাকুর দাসের ডাইরিয়া হয় । ঠাকুর দাস সারারাত ভেড়ির ধারে কাটায়, কেননা বাড়ীতে আসলে কোথায় টয়লেট করবে ? অল্প অল্প করে টাকা দিয়ে ঠাকুর দাস বাড়ীতে টয়লেট নিয়েছে । ঠাকুর দাসের বাড়ীতে টয়লেট থাকার প্রয়োজনীয়তা যে কি সে নিজে বুঝেছে । এরকম অসংখ্য বাস্তোব কাহিনী নিয়ে বাগদার মিশন নির্মল বাংলার কাজ চলছে ।